ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১৭ তম সংখ্যা

০১ আশ্বিন ১৪২৩, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬

উপাচার্যের মায়ের ইন্তেকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মা হোসনে আরা সিদ্দিক গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সোমবার রাত সাড়ে ১১টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মায়ের জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

হোসনে আরা সিদ্দিকের জন্ম কুমিল্লার নবীনগরে। মৃত্যুকালে তিনি সাত ছেলে, চার মেয়ে, নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর স্বামী প্রকৌশলী আবু বকর সিদ্দিক ২০০৬ সালের ২৭ নভেম্বর মারা যান।

তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বন ও পরিবেশমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাতীয় পার্টি (জাপা)-এর সাধারণ সম্পাদক শেখ শহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং মরহুমার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পবিত্র ঈদুল আযহার দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদুল জামিয়ায় হোসনে আরা সিদ্দিকের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাজা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাজধানীর গ্রীণ রোডের মরহুমার নিজ বাসভবন সংলগ্ন বায়তুল আকসা মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আজিমপুর গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

কুলখানি অনুষ্ঠিত

মরহুমা হোসনে আরা সিদ্দিক-এর কুলখানি গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বাদ আসর গ্রীন রোডস্থ নিজ বাসভবন ও বাসভবন সংলগ্ন বায়তুল আকসা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ মরহুমার বিপুল সংখ্যক আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী কুলখানিতে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (আরডিসি)-এর যৌথ উদ্যোগে "Secularism, Democracy and Gender Parity in South Asia" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৮ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

'Secularism, Democracy and Gender Parity in South Asia' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (আরডিসি)-এর যৌথ উদ্যোগে "Secularism, Democracy and Gender Parity in South Asia" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৮ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারতের মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ ও ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ভারতের জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রেজওয়ান কায়সার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল স্বাগত বক্তব্য দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, মানুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করে গেছেন। তাঁর রাজনীতির মূলমন্ত্র ছিল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র। তিনি বলতেন ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। (*২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৩,০২,৪৮৯ প্রার্থী আবেদন করেছে

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তির আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ১২টায় শেষ হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ শিক্ষাবর্ষে ৫টি ইউনিটের মোট ৬হাজার ৮০০টি আসনের বিপরীতে ৩লক্ষ ২হাজার ৪৮৯জন ভর্তিপ্রার্থী অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করেছে। যার মধ্যে ক-ইউনিটের ১হাজার ৬৮০টি আসনের বিপরীতে ৯১হাজার ৯৩২জন, খ-ইউনিটের ২হাজার ২৪১টি আসনের বিপরীতে ৩৫ হাজার ৬৬জন, গ-ইউনিটের ১হাজার ১৭০টি আসনের বিপরীতে ৪৩হাজার ৬৪জন, ঘ-ইউনিটের ১হাজার ৪৪০টি আসনের বিপরীতে ১লক্ষ ১৫ হাজার ৮০৮জন এবং চ-ইউনিটে ১৩৫টি আসনের বিপরীতে ১৬হাজার ৬১৯জন আবেদন করেছে।

উল্লেখ্য, খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার, চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সাধারণ জ্ঞান ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শনিবার, গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার, ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২১ অক্টোবর ২০১৬ শুক্রবার, ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ অক্টোবর ২০১৬ শুক্রবার এবং চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অংকন ১ অক্টোবর ২০১৬ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস/যন্ত্র সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ থাকবে। ভ্রাম্যমান আদালত পরীক্ষার সময় দায়িত্ব পালন করবে।

ঢাবি সিনেটে স্পীকার কর্তৃক পাঁচ জন জাতীয় সংসদ সদস্য মনোনীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর আর্টিক্যাল ২০(১)(ই) অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে পাঁচ জন জাতীয় সংসদ সদস্য মনোনীত হয়েছেন। মনোনীত সদস্যরা হচ্ছেন- আবুল কালাম আজাদ এমপি (১৩৮ জামালপুর-১), মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ এমপি (২৮৪ চট্টগ্রাম-৭), ইকবালুর রহিম এমপি (৮ দিনাজপুর-৩), ডা. দীপু মনি এমপি (২৬২ চাঁদপুর-৩) ও শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি (১৮৩ ঢাকা-১০)।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মাতা মরহুমা হোসনে আরা সিদ্দিক-এর কুলখানি গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বাদ আসর গ্রীন রোডস্থ নিজ বাসভবন সংলগ্ন বায়তুল আকসা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ মরহুমার বিপুল সংখ্যক আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী অংশগ্রহণ করেন।

'জঙ্গিবাদের উত্থান এবং করণীয়' শীর্ষক সেমিনার

জঙ্গিগোষ্ঠী ধর্মের নামে ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করছে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ এমবিএ এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'জঙ্গিবাদের উত্থান এবং করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাউন্টার টেরোরিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম। এছাড়া, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এমবিএ (*২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা

ঢাবি'র শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে আপস করে না- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উদ্যোগে 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদবিরোধী এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি প্রধান অতিথি এবং শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সকল শ্রেণী পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে অচিরেই দেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব হবে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি জঙ্গি ঝুঁকিতে আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জঙ্গিরা টার্গেট করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তাই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। কোন শিক্ষার্থী টানা ১০ দিন অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবকদের কাছে খোঁজ নিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকেও জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতামূলক নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইসলামকে শান্তি ও মানবতার ধর্ম অভিহিত করে মন্ত্রী বলেন, মানুষ হত্যা করে কখনও জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সাহসী ও শান্তিপ্রিয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ (*২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ স্মরণে আলোচনা সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদের ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং হুমায়ুন আজাদ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. সাজ্জাদ কবিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আকতারী মমতাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ কবির, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস্ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম শামীম রেজা, ৭১ টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোজাম্মেল বাবু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রয়াত অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন জামাত-শিবির চক্র একদিন বাংলাদেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। এখন সে আলামত দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ স্পষ্টভাষী ছিলেন উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, অপ্রিয় হলেও তিনি সত্য কথাটি বলতেন। জীবদ্দশায় তিনি ৮০টি বই লিখে গেছেন। এসব কর্মের মাঝেই তিনি বেঁচে থাকবেন বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

এম মিজানুর রহমান স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গত ৩১ আগস্ট ২০১৬ গণিত বিভাগ ও ফলিত গণিত বিভাগের উদ্যোগে এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনের রেজাউর রহমান অডিটোরিয়ামে এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন এর আজীবন ট্রাস্টি এম মিজানুর রহমান স্মরণে এক আলো সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অমূল্য চন্দ্র মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণিত ভবনের উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্যে বলেন- এই ধরণের গুণী ব্যক্তিগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিক্ষা কর্মকাণ্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণসহ এ ধরনের সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উপাচার্য।

উল্লেখ্য, এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবন নির্মাণ ছাড়াও গণিতের প্রসারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন। ভবন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং এ এফ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ছেলে এম মিজানুর রহমান গত ১৭ জুলাই ২০১৬ ইন্তেকাল করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আব্দুর রহিমের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এম আব্দুর রহিম-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এম আব্দুর রহিম ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি যুক্ত থেকেছেন। তিনি ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঘনিষ্ঠ একজন সহচর। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর অবদান জাতি স্মরণ রাখবে।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

১৯২৭ সালের ২১ নভেম্বর দিনাজপুর সদর উপজেলার শংকরপুর ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করে পরের বছর দিনাজপুর বার-এ যোগ দেন তিনি। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্য আব্দুর রহিম আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একাত্তরে মুজিবনগর সরকার এম আব্দুর রহিমকে পশ্চিম জোনের চেয়ারম্যান-১ নিযুক্ত করে। আব্দুর রহিম স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করা আব্দুর রহিম ১৯৯১ সালে দিনাজপুর সদর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য, আব্দুর রহিম গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও চার মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি হাই কোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিমের পিতা ছিলেন। গতকাল ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সোমবার দু'টি জানাজে শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দিনাজপুর সদর উপজেলার জালালপুরের পাঁচকুড় গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

"শোকাবহ ১৫ আগস্ট : কিছু তথ্য, কিছু ভাবনা" শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে "শোকাবহ ১৫ আগস্ট : কিছু তথ্য, কিছু ভাবনা" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কে এ এম সা'দউদ্দিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিউরোসায়েন্স রিসার্চ সেন্টারের ওয়েবসাইট উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিউরোসায়েন্স রিসার্চ সেন্টারের নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান, নিউরোসায়েন্স রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. খলিলুর রহমান, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসেন হাওলাদার ও অধ্যাপক ড. এ এইচ এম নূরুন নবী উপস্থিত ছিলেন।

নতুন ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে:
www.neurosciencedu.ac.bd

"সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ কলাভবনে "সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) ও কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ-এর সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল বাকী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ।

"নৈতিক শিক্ষা: প্রসঙ্গ রামায়ণ" শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ লেকচার থিয়েটার ভবনে "নৈতিক শিক্ষা: প্রসঙ্গ রামায়ণ" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারপার্সন চন্দনা রাণী বিশ্বাস মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমের সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস এবং বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ।

ঢাবি উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ লেকচার থিয়েটার ভবনে "নৈতিক শিক্ষা: প্রসঙ্গ রামায়ণ" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো.আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আমাদের অন্তহীন অনুপ্রেরনার উৎস - উপাচার্য

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কালচারাল সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর রিভিউ প্রতিযোগিতা' এর পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা গত ২২ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল আলোচক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা পত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি কালচারাল সোসাইটির মডারেটর ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সন্তান এবং তিনি আমাদের আনুপ্রেরনার উৎস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের পক্ষে গরিব মেহনতি মানুষের জন্য যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তা থেকে এগিয়ে গেছেন জাতির মুক্তি সংগ্রামের দিকে। জীবনব্যাপী আপসহীনভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। বাঙালী জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দিয়েছেন স্বাধীনতা। তাঁর সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং তাঁর দর্শন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে উপাচার্য নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের মূল আলোচক ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবনের আদর্শ ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেন। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন আইন বিভাগের ছাত্র খায়রুল ইসলাম তাজ এবং যৌথভাবে রানার্স আপ হন মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ছাত্র রাফি শামস ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র মো. রাগীব হাসান।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা

(*১ম পৃষ্ঠার পর) বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দারিদ্র বিমোচন, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল নারীদের এগিয়ে নিতে সরকার ইতোমধ্যেই নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্পিকার বলেন, দক্ষিণ এশিয়া তথা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গণতন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিটিকাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমতা, উদারতা, নারীর সমঅধিকার, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধন। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রগতি, স্থিতিশীলতা এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনে বাংলাদেশ ও ভারতের শিক্ষাবিদগণ অংশগ্রহণ করছেন।

ঢাবি'র শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে আপস করে না - উপাচার্য

(*১ম পৃষ্ঠার পর) মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। একাত্তরের সেই পরাজিত শক্তি তা মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনককে স্বপরিবারে হত্যা করে। এরপর দেশকে উল্টো পথে পরিচালনা করা হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে আবার যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তখন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও ভাবমূর্তিকে ধ্বংস করতে পরিকল্পিতভাবে তারা জঙ্গি হামলা চালাচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন জঙ্গিবাদ নির্মূলেও এই বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিবে। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসাবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের সৎ, দেশপ্রেমিক ও পূর্ণাঙ্গ ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, কোনভাবেই তারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে আপস করে না। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু বলতেন 'স্বাধীনতার অর্থ স্ব-অধীনতা'। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিবেক দিয়ে পরিচালিত হতে হবে। অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি মানবতাবোধে দীক্ষিত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জঙ্গিগোষ্ঠী ধর্মের নামে ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করছে - উপাচার্য

(*১ম পৃষ্ঠার পর) এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো: আমিনুর রহমান ও মেহেদী মাহবুব।

প্রধান অতিথির ভাষণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ উত্থান মোকাবেলায় সমাজের সকল পেশার জনগণের প্রতি সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তথাকথিত আইএস ইসলামের নামে ইসলামকে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠী আজ ধর্মের নামে ধর্মের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করছে। আমাদের পেছনের দিকে যাওয়ার সময় নেই। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। সেজন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ ও মানবতাবোধ জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে বাঙালীর ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্দিক আরও বলেন, আমাদের বিভিন্নমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ করে বাংলা মিডিয়াম ও ইংরেজি মিডিয়াম, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের সন্তানদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে।

কাউন্টার টেরোরিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, জঙ্গিবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অনেক দেশে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিকার্যক্রম সংঘটিত হচ্ছে ইসলামের নামে। ইসলাম ধর্মের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে হতাশ ও বিপদগামী তরুণদের জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এই জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি যিষ্ণু প্রসন্ন মুখার্জী-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে এক ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পারস্পরিক আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি যিষ্ণু প্রসন্ন মুখার্জী-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন - ভারতীয় হাই কমিশনের এ্যাটাচি জে পি সিং, আইআইটি বোম্বের অধ্যাপক ড. কিশোর চ্যাটার্জী, আইআইটি কানপুরের অধ্যাপক ড. মুকেশ শর্মা, আইআইটি গৌহাটি'র অধ্যাপক ড. বিপ্লব মন্ডল এবং আইআইটি পাটনা'র অধ্যাপক ড. নলিন ভারতি।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অতিথিদের পক্ষে অধ্যাপক ড. মুকেশ শর্মা প্রজেন্টেশন এর মাধ্যমে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'র ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এরপর উন্মুক্ত আলোচনায় ছাত্র-ছাত্রী এবং অনুষদের শিক্ষকরা অংশগ্রহন করেন। আলোচনায় 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'তে গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং পিএইচ ডি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার প্রক্রিয়া, স্কলারশিপ ও ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত করা হয়।

আলোচনা শেষে অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানিত অতিথিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। পরে অতিথিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতীয় আইআইটি প্রতিনিধিদল

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি যিষ্ণু প্রসন্ন মুখার্জী-এর নেতৃত্বে ৬-সদস্যবিশিষ্ট একটি আইআইটি প্রতিনিধিদল গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন - ভারতীয় হাই কমিশনের এ্যাটাচি জে পি সিং, আইআইটি বোম্বের অধ্যাপক ড. কিশোর চ্যাটার্জী, আইআইটি কানপুরের অধ্যাপক ড. মুকেশ শর্মা, আইআইটি গৌহাটি'র অধ্যাপক ড. বিপ্লব মন্ডল এবং আইআইটি পাটনা'র অধ্যাপক ড. নলিন ভারতি।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: রফিকুল ইসলাম, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক দীপ্তি সাহা, রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন লাফিফা জামাল এবং অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো: শামসুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কানপুর এর মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত যৌথ সহযোগিতামূলক প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারা দু' প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের এ্যাটাচি আনাসতাসিয়া নেমোভা গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৩১ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, প্রতিযোগী এবং অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। মৃৎশিল্প বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে ঘাতকরা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকেই হত্যা করেছিল। এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংসের অপচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে তখন রেডিও বাংলাদেশ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান 'জয়বাংলা' বাদ দিয়ে 'জিন্দাবাদ' স্লোগান আমদানি করা হয়। এভাবেই বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর দোসররা বাংলাদেশকে পাকিস্তানমুখী করার চেষ্টা চালায়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করে তারা নানা কল্প-কাহিনী প্রচার করতে থাকে।

উপাচার্য বলেন, নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে শিশুদের সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি উল্লেখ করে তিনি বলেন, চলনে-বলনে, কাজে-কর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায় সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করলে শিশুরা যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠতে পারবে।

উল্লেখ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় এই শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ৩টি গ্রুপে শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক গ্রুপের সেরা ১০জন করে মোট ৩০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কবি সুফিয়া কামাল হলে কম্পিউটার প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হলের কম্পিউটার ল্যাব উন্নয়নের লক্ষ্যে কমার্সিয়াল ব্যাংক অব সিলন পিএলসি কর্তৃপক্ষ ৫টি কম্পিউটার প্রদান করেছে। কমার্সিয়াল ব্যাংক অব সিলন পিএলসি-এর কান্ট্রি ম্যানেজার অজিত নারাণপানায়ি গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে এসব কম্পিউটার হস্তান্তর করেন।

এ সময় কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, কমার্সিয়াল ব্যাংক অব সিলন পিএলসি-এর চিফ অপারেটিং অফিসার নাজিথ মিওয়ানেজ, হেড অব পার্সনাল ব্যাংকিং শাকির খসরু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই অনুদানের জন্য কমার্সিয়াল ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে হলের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাবি গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া ২০ সেপ্টেম্বর শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানকল্প গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজসমূহে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে এবং ১৯ অক্টোবর ২০১৬ বুধবার ২০১৬ দুপুর ২:০০টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) ভর্তির সাধারণ নিয়মাবলী ও ভর্তির নির্দেশিকা পাওয়া যাবে।

'ভাষা সংগ্রামী জাতীয় অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ' শ্রেণিকক্ষ উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আধুনিকায়নকৃত 'ভাষা সংগ্রামী জাতীয় অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ শ্রেণিকক্ষ' গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ও কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল।

সম্মানিত অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ড. সৈয়দ রিফাত আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহ্‌ফুজুল ইসলাম।

জাতীয় সংগীত বাজিয়ে, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন কমিটির আহবায়ক বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীরের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ড. সুফিয়া আহমেদ এবং তাঁর পরিবারের সম্পৃক্ততার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। সম্মানিত অতিথি ড. সৈয়দ রিফাত আহমেদ ভবিষ্যতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরণের আধুনিকায়নে পাশে থাকবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আকতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষসমূহের আধুনিকায়ন এখন আর বাহুল্যতা নয় বরং সময়ের দাবী। সম্মানিত অতিথি ড. সুফিয়া আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার ৩ প্রজন্মের সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন। ৩০৫৭ নম্বর কক্ষটিতে বেশিরভাগ সময় তিনি পাঠদান করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এই কক্ষটিকে তারই নামে নামাকরণ করায় তিনি বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তার বক্তব্যের শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দুজন ছাত্রের পদ্মায় ডুবে মারা যাওয়ার সংবাদ আসায় শোক প্রকাশ করেন এবং শিক্ষার্থীদের আরও দায়িত্বশীল এবং সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন।

শ্রেণিকক্ষটি সুসজ্জিত ও আধুনিকায়নে অর্থায়নের জন্য ড. সুফিয়া আহমেদ এবং তাঁর পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ড. সুফিয়া আহমেদের পরিবারের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাঁদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ছাড়াও ড. সুফিয়া আহমেদ এর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু টাওয়ার ভবন চত্বরে ১টি নারিকেল গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পরিবেশ রক্ষায় পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ এবং এর যথাযথ পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ ছাত্রত্ব হারিয়েছিলেন। সেই স্মৃতিকে ধারণ করে ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আবাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। তাই ক্যাম্পাসকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু টাওয়ারে বসবাসকারী ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

জগন্নাথ হলের বিভিন্ন ভবন ও ল্যাবের নতুন নামাকরণ করা হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখের সভায় গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের বিভিন্ন ভবন ও ল্যাবরেটরির নতুন নামাকরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক হলের কম্পিউটার ল্যাবরেটরির নাম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, গদ্যকার এবং মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর নামে "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কম্পিউটার ল্যাব", হলের সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবনে প্রতিষ্ঠেয় ই-লাইব্রেরিটির নাম সমাজকর্মী ও ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-এর নামে "শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ই-লাইব্রেরি", হলের ৪৬নং আবাসিক শিক্ষক ভবনের নাম '৭১ এর ২৫ মার্চ কালরাতে শহীদ অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য-এর নামে " অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য আবাসিক শিক্ষক ভবন" এবং হলের সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবনস্থ কনফারেন্স কক্ষটির নাম হলের প্রথম প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-এর নামে "অধ্যাপক ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কনফারেন্স কক্ষ" নামাকরণ করা হয়েছে।

‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’-এর মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’ এর মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেডের পক্ষ থেকে ৫৮ লাখ ৭৬ হাজার ৫শ’ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্যোগে অনুদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেডের ভাইস-চেয়ারপার্সন মিসেস নিলুফার জাফরউল্লাহ এমপি গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে অনুদানের এই চেক হস্তান্তর করেন। এই অনুদানের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’ এর মূলধন ১ কোটি টাকায় উন্নীত হলো।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, ব্যাংকের স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার কাজী জাফরউল্লাহ, বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ ট্রাস্ট ফান্ডের চেয়ারপার্সন মিসেস জোবায়দা মাহবুব লতিফ, মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো: আহসান-উজ-জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’ এর মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় জীবনসহ বিভিন্ন বিষয়ে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। তিনি ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’ এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঢাবি এটুআই ইনফোগ্রাফিক্স প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএনডিপি এবং প্রধানমন্ত্রী দফতরের এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ‘ডিইউ এটুআই ইনফোগ্রাফিক্স কনটেস্ট’-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও ‘সোশ্যাল গুড সামিট’ গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট তারানা হালিম এমপি প্রধান অতিথি এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউএনডিপি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেস্ফোর্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট তারানা হালিম এমপি বলেন, তরুণ প্রজন্মকে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী হতে হবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তরুণ প্রজন্ম নেতৃত্ব দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সৃষ্টিশীল কাজেও তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। প্রতিমন্ত্রী পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ইনফোগ্রাফিক্স ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সর্বসাধারণের কাছে তথ্য পৌঁছানো এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমান যুগকে তথ্য-প্রযুক্তির যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের ডিজিটাল মনস্ক হতে হবে। ডিজিটাল জনশক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশ্বমানের গ্র্যাজুয়েট গড়ে তোলা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে তরুণ উদ্ভাবকদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শন করা হয়। পরে ডিইউ ইনফোগ্রাফিক্স প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

“ছয়দফা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” শীর্ষক বক্তৃতা

বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আন্দোলন সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে “ছয়দফা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” শীর্ষক নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. নেহাল করিম। বিষয়বস্তুর ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. নূহ-উল-আলম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক নাজমুল করিমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, ছয়দফা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। বাঙালি জাতিসত্ত্বার কেন্দ্রে ছয়দফা সব সময় অবস্থান করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা ঘোষণা করে বাঙালিদের একত্রিত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ছয়দফার আন্দোলন জোরদার করতে তৎকালীন ছাত্র ও যুব সমাজ বিশেষ করে ছাত্রলীগের কর্মীরা ছয়দফা দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আন্দোলন, ছয়দফার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি যে অমানুষিক অত্যাচার ও জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, তার ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক “ছয়দফা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি” শীর্ষক সারগর্ভ ও ইতিহাস সমৃদ্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হককে এবং এই স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের জন্য নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারকে ধন্যবাদ জানান।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর প্রবন্ধে বলেন, ‘১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের হরতাল ও আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ছয়দফার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের তুলনাহীন সমর্থন প্রমাণিত হয়। আর সেদিনই শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে জনমনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ছয়দফার আন্দোলনের কারণেই শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করা হয়েছিল এবং এর জন্যই সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে রমনার রেসকোর্স ময়দানে জনসভা করে তাঁকে সংবর্ধনা দিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু’ খেতাব দেয়া হয়েছিল। শেখ মুজিবের জীবনে সবচেয়ে গৌরবময় সময় ছিল ছয়দফা আন্দোলনের সময়। বাংলাদেশের জনগণের জীবনেও ছিল যুগান্তকারী জাগরণের সময়’।

সরদার ফজলুল করিম দর্শন পদক পেলেন এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন তাঁর দর্শনের মৌলিক চিন্তার স্বীকৃতি হিসেবে “সরদার ফজলুল করিম দর্শন পদক-২০১৬” লাভ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ ও দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায়। অনুষ্ঠানে সরদার ফজলুল করিমের দর্শনচিন্তা শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুন রশীদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য দার্শনিক। তাঁর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করত। সকলের কাছে তিনি ছিলেন খুবই প্রিয়। যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছে, তারা সকলেই তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। সত্যের প্রকাশ এবং সেই সত্যের সাথে কোন মিথ্যার মিশ্রণ না করাই ছিল তাঁর মূল দর্শন। তিনি কাউকেই অসম্মান করতেন না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর জীবন ও দর্শন থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের দর্শনচিন্তা নিয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক ড. হারুন রশীদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অধ্যাপক ড. হারুন রশীদ তাঁর প্রবন্ধে বলেন, মানুষ হিসেবে সরদার ফজলুল করিম ছিলেন সহজ-সরল, খুব সাধারণ জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। এটি তাঁর বাহ্যিক দিক। অথচ এই সাধারণ মানুষটির ভেতরটা ছিল অসাধারণ, গভীর দার্শনিকসুলভ পাণ্ডিত্যে ভরা। ‘দর্শনকোষ’ এবং ‘প্লেটোর রিপাবলিক’ তাঁর দার্শনিকসুলভ পাণ্ডিত্যের প্রতিফলন।

উল্লেখ্য, বাঙলার পাঠশালা নামের একটি সংগঠন ২০১৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ‘সরদার ফজলুল করিম পদক’ প্রদান করে আসছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে “প্রফেসর এ কে এম আবদুল আলীম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০১৬” গত ৩১ আগস্ট ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহফুজুল ইসলাম। উল্লেখ্য, বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ৩জন, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ৩জন এবং ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ৩জনসহ মোট ৯জন স্নাতক সম্মান উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফি সোসাইটি (ডিউপিএস)-এর ১৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন। এর আগে উপাচার্যের নেতৃত্বে এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ১৯৯৯ সালের ২৯ আগস্ট তরুণ সমাজকে আলোকচিত্র শিল্পে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫